২২০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

বিদেশ ও ভিনরাজ্য থেকে আলিপুরদুয়ারে ফেরা ২২০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কি না তা জানতে মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রায় চার লক্ষ মানুষের স্ক্রিনিং করা হয়েছে।

সংবাদপত্র থেকে বিপদের আশঙ্কা নেই

সকালে বাড়ির দরজায় পৌঁছে যাওয়া খবরের কাগজ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষ করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ঝড় উঠেছে। সেখানে ভুল এবং অর্ধসত্য এমনভাবে প্রচার করা হচ্ছে যাতে মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারেন। অথচ এই সব প্রচারের কোনও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা নেই। বরং বিশেষজ্ঞরা উলটো কথাই বলছেন। দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞরা একসুরে বলছেন, সংবাদপত্র থেকে বিপদের সম্ভাবনা নেই। বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ যখন মহামারির আকার নিয়েছে তখনও নির্দ্বিধায় বলা যায়, কোনও জীবন্ত কোষ ছাড়া প্রায় কোনও সারফেস বা বস্তুর উপর করোনা ভাইরাসের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন-এর গবেষণা বলছে, ভাইরোলজিস্ট বা পতঙ্গবাহিত রোগ বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, কেউ যখন কোনও খবরের কাগজ হাতে নেন তার থেকে ওই ব্যক্তির সংক্রমণের আশঙ্কা প্রায় শূন্য।

এখনকার যুগে সংবাদপত্র ছাপা হয় অত্যন্ত উন্নত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় এবং মানুষের স্পর্শ ছাড়া। নিউজপ্রিন্ট মেশিনে তোলা থেকে শুরু করে ছাপার বিভিন্ন ধাপে অন্য সামগ্রী ব্যবহার, খবরের কাগজ ভাঁজ করা, এমনকি ডেসপ্যাচও অর্থাৎ গাড়িতে সেই সংবাদপত্রের বান্ডিল তোলা- সবকিছুই এখন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে সংবাদপত্র প্রকাশনা সংস্থাগুলি বেশ কয়েকটি সাবধানতা অবলম্বন করছে তাদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও পাঠকদের কথা চিন্তা করে। সুতরাং যে সংবাদপত্র থেকে প্রতিদিন আপনি তথ্যসমৃদ্ধ হন, সেই সংবাদপত্র পড়া থেকে কেন বিরত থাকবেন?

প্যাকেট বা খাবার থেকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা খুবই কম।
–ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (ইউকে)

গুজবে কান দিয়ে তথ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না

সংবাদপত্রকে অসুরক্ষিত বলার কোনও কারণ নেই। যদি আপনি লোক ভর্তি একটা ঘরে বসে সংবাদপত্র পড়েন তাহলে আপনার সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। কারণ আপনি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছেন না। যদি আপনি নিজের ঘরে বসে সংবাদপত্র পড়েন তাহলে আপনি নিশ্চিতভাবেই সংক্রামিত হবেন না।

–ডাঃ অনুপ কুমার
বেবি মেমোরিয়াল হাসপাতাল, কোঝিকোড় (২০১৮ সালে নিপা ভাইরাস শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের জন্য বিশেষ সরকারি পুরস্কার প্রাপক)

সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য যতটা সময় লাগে ততক্ষণ ভাইরাস কাগজের উপর জীবিত থাকে না। আর কোভিড-১৯ সংক্রামিত কাউকে দিয়ে সংবাদপত্র বিলি করা হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি নেই।

–ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়া
ডিরেক্টর, এইমস

এটা ঈর্ষাকাতরের চিন্তাধারা। যদি সংবাদপত্রের প্যাকেট থেকে ভাইরাস ছড়ায় তাহলে প্রথম প্রশ্ন হল, এর প্রমাণ কোথায়?

–ডাঃ ওম শ্রীবাস্তব
সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ, যশলোক এবং কস্তুরবা হাসপাতাল

সংক্রামিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাইরাস থাকা দরকার। সংবাদপত্রের উপর তার থাকার আশঙ্কা প্রায় নেই। এর চেয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখলে ড্রপলেট থেকে অনেক বেশি সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

–ডাঃ রামানন লক্ষ্মীনারায়ণ
ডিরেক্টর, সেন্টার ফর ডিজিজ ডায়নামিক্স, ইকনমিক্স অ্যান্ড পলিসি, ওয়াশিংটন

সংবাদপত্র ছুঁলে সংক্রমণ ছড়াতে পারে, এমন কথা হাস্যকর। সবচেয়ে সংক্রামিত দেশেও সংবাদপত্র বন্ধ করা হয়নি। সংবাদপত্র পড়া, ছোঁয়া, বিলি করায় কোনও ঝুঁকি নেই।

–ডাঃ সুভাষ সালুঙ্কে
(সংক্রামক রোগের বিষয়ে মহারাষ্ট্র সরকারের পরামর্শদাতা)

সংবাদপত্র এই ভাইরাসের বাহক, এমন কথা বলতে কাউকে শুনিনি। এর সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। একজন পাঠক সংবাদপত্র পড়ার জন্য ছাপার অনেকক্ষণ পরে হাতে তুলে নেন। এতক্ষণ ভাইরাসের পক্ষে বেঁচে থাকাই কঠিন। আমাদের বাস্তবিক অনেক বিপদের সঙ্গে লড়াই করার আছে। কল্পিত বিপদের কথা ভেবে ভয় পাওয়ার দরকার নেই।

–ডাঃ টি জেকব জন
পতঙ্গবিদ (আইসিএমআর-এর সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন ভাইরোলজির প্রধান)

হাত না ধুয়ে নাক, চোখ বা মুখে দেব না- এই ব্যাপারটায় নিজেকে প্রশিক্ষিত করতে হবে। এই বিপদের সময় টাকা না ছোঁয়ার কথা হাসির কথা ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু সংবাদপত্র কেন, সমস্ত কিছুতেই সংক্রমণ ছড়াতে পারে। এই আশঙ্কার কোনও শেষ নেই। বাস্তবে টাকা বা সংবাদপত্র থেকে সংক্রমণ ছড়ায় বলে কোনও প্রমাণ নেই।

–ডাঃ ভি রবি
প্রধান, নিউরো ভাইরোলজি বিভাগ, নিমহ্যানস

নিউজপ্রিন্ট ভেদ করে তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ যেতে পারে। তাই বহু মানুষ এটা স্পর্শ করলেও এর উপর দীর্ঘক্ষণ ভাইরাস থাকার আশঙ্কা কম। যদি কোনওভাবে ভাইরাস সংবাদপত্রের উপর পড়েও থাকে তা হলেও এটা বান্ডিল করার সময় বা ভাঁজ করার সময় তা পড়ে যাবে। সংক্রামিত হওয়ার আগেই তাকে নিউজপ্রিন্ট শুষে নেবে এবং ভাইরাস মরে যাবে।

–ডাঃ রাহুল জৈন
ইন্টারনাল মেডিসিন কনসালট্যান্ট, বেলভিউ ক্লিনিক

সংবাদপত্রের উপর ভাইরাসযুক্ত ড্রপলেট পড়া ও সেই ভাইরাসের বেঁচে থাকা নিয়ে কোনও সমীক্ষা হয়নি। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা প্রায় শূন্য। গুজবে কান না দেওয়া উচিত।

–ডাঃ অনুপ মিশ্র
চেয়ারম্যান, ফর্টিস সি-ডক

কোন কোন জিনিস এই ভাইরাস বহন করতে পারে তা নিয়ে জল্পনার কোনও শেষ নেই। একমাত্র উপায় হল যতটা সম্ভব স্যানিটাইজ করা ও শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা।

–ডাঃ নার্জেস মিস্ত্রি
(মুম্বইয়ের এই বিজ্ঞানী প্রথম ড্রাগ প্রতিরোধী টিউবারকিউলোসিস চিহ্নিত করেছিলেন।)

যদি কোনওভাবে ভাইরাস সংবাদপত্রের উপর পড়ে তাহলেও কয়েক মিনিটের মধ্যে তা সংবাদপত্র শুষে নেবে এবং ভাইরাস মরে যাবে। সংবাদপত্র শুকনো থাকলেই হবে।

–ডাঃ অমিতাভ নন্দী
পতঙ্গবিদ (কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর প্যারাসিটোলজি বিভাগের প্রধান)

সংবাদপত্রের মাধ্যমে নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়াতে পারে, এমন ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন। লোকের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। সংবাদপত্র পড়া বা ছোঁয়ার মধ্যে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই।

–ডাঃ দীপক গড়করি
প্রাক্তন ডিরেক্টর, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি

এখনও পর্যন্ত একজন সংবাদপত্র ছুঁয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। সংবাদপত্র হাতে ধরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

–ডাঃ সতীশকুমার আর
সংক্রামক রোগ বিভাগের প্রধান, মেডিকেল কলেজ (কোট্টায়াম)

স্টিল, কাঠ বা প্লাস্টিকের মতো কঠিন না হওয়ায় সংবাদপত্র ভাইরাসযুক্ত ড্রপলেট শুষে নেবে এবং ভাইরাস মরে যাবে।

–ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস
নারায়ণা হাসপাতাল

কোনও পদার্থের উপর ভাইরাস কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে, তা নিয়ে কোনও সুসংহত গবেষণা হয়নি। সংবাদপত্রের থেকে তো কয়েন বা নোট অনেক বেশি লোকের হাতে ঘোরে। আসলে বারবার হাত ধোয়ার অভ্যাসই একমাত্র রাস্তা। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়াই জরুরি।

–ডাঃ ভরত পুরন্দর
সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ
ডিএম হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, পুনে

ব্যাংক নোট থেকে ভাইরাস সংক্রমণের ধারণার কোনও বাস্তবসম্মত ভিত্তি নেই।

–লোথার উইলার
(প্রধান, রবার্ট কোচ ইনস্টিটিউট ফর ইনফেকশাস ডিজিজ, জার্মানি)

বিশ্বাস করার মতো খবর আপনার প্রয়োজন

স্মার্টফোন আর সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে খবর তৈরি করা জলভাত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার গ্রুপে যে ধরনের ভুয়ো খবর, প্রচার বা ভুল তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে তাতে খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ বাড়ছে। ভারতের মতো দেশে শিশুচুরির গুজব থেকে গণপিটুনিতে মৃত্যুর মতো ঘটনা আমরা দেখেছি। এখন নোভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে মিথ ও অর্ধসত্য প্রচারে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তাদের উদ্বেগ বেড়েছে।

সারাবিশ্বে এই মুহূর্তে সঠিক ও তথ্যসমৃদ্ধ খবর জরুরি। এই বিশ্বাসের জায়গা থেকে বর্তমান পরিবর্তনশীল সংবাদমাধ্যমে প্রিন্ট মিডিয়ার লড়াই। এ মাসের গোড়ার দিকে রয়টার্স একটি গবেষণায় দেখিয়েছে কোভিড-১৯ কীভাবে ভুল তথ্যের বহর বাড়িয়েছে। ৩৮টি দেশের সংবাদ বিশ্লেষণ করে সংস্থার গবেষকরা ২০১৯-এর ডিজিটাল নিউজ রিপোর্ট-এ জানিয়েছেন-

- **পাইকারি হারে ভুল তথ্যে ভরা সংবাদ বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন, সোশ্যাল মিডিয়া ও অন্য মাধ্যমে পরিবেশিত হচ্ছে।**
- **সব দেশ মিলিয়ে সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, পরিবেশিত সংবাদের গড় বিশ্বাসযোগ্যতা ৪২ শতাংশ। সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে পাওয়া সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ৩৩ শতাংশ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার পরিবেশিত সংবাদের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসযোগ্যতা মাত্র ২৩ শতাংশ।**
- **স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খবরের ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়মিত ভুল তথ্য শেয়ার করে।**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রচারমাধ্যমকে জরুরি পরিষেবার তালিকায় রেখেছেন। একাধিক রাজ্য সরকার সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে- সংবাদপত্র এবং অন্য সংবাদমাধ্যম অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা হওয়ায় সেগুলিকে লকডাউনের আওতার বাইরে রাখা হচ্ছে। করোনা আক্রান্ত পর্যায়ে বিশ্বে কোনও গণতান্ত্রিক দেশে সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ করা হয়নি।

হাটে ক্রেতা নেই

ময়নাগুড়ি, ২৪ মার্চ : মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি নতুন বাজারের সাপ্তাহিক হাটের দিন কিছু দোকানপাঠ বসলেও ক্রেতারা এলেন না। ময়নাগুড়ির বিডিও ফিন্টসো শেরপা বলেন, 'কোথাও যাতে লোকজন জড়ো না হন সেই বিষয়ে সকলকেই সচেতন করা হয়েছে। হাটেও মানুষ যাতে ভিড় না জমান সেকথা বলে দেওয়া হয়েছে।' নতুন বাজার ওয়েলফেয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সিদ্ধার্থ সরকার বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে এই হাট যাতে না বসে, সেই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী শুক্রবারও হাট বসবে না।'

প্রাচীর নির্মাণ

জলপাইগুড়ি, ২৪ মার্চ : জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন চত্বরে দখলকারীদের সরিয়ে দেবার পর রেলের জমিতে প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হল। রেল সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে যাত্রী পরিষেবার মান আরও উন্নত করা হবে। চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রেলপথ চালু হলে এই স্টেশনের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। এই স্টেশন এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করার জন্য দখলকারীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।

আবহাওয়া

বুধবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৪.০	২৩.০
শিলিগুড়ি	৩২.০	২১.০
জলপাইগুড়ি	৩৩.০	২০.০
কোচবিহার	৩৩.০	২০.০
আলিপুরদুয়ার	৩৩.০	২০.০
মালদা	৩৩.০	১৯.০
রায়গঞ্জ	৩৩.০	১৮.০
গ্যাংটক	২১.০	১২.০

বিন্দু বিসর্গ

মা, আমরা কী খাব?

চা বাগান নিয়ে বিভ্রান্তি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৪ মার্চ : করোনা ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে মঙ্গলবার রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে লকডাউনের মেয়াদ বাড়িয়ে প্রথমে ৩১ মার্চ পর্যন্ত করে। পরে কেন্দ্র গোটা দেশে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করে। চা বাগানগুলি লকডাউনের আওতায় থাকা নিয়ে সংশয় থাকলেও গোটা দেশে লকডাউন জারি হওয়ায় এক্ষেত্রেও তা কার্যকর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এনিয়ে সরকারিভাবে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ায় প্রশ্ন রয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্য সরকার অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য প্রচেষ্টা নামে যে প্রকল্প ঘোষণা করেছে তাতে চা শ্রমিকরা কোনও সুবিধা পাবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্ট বলেন, 'খুবই ভালো সিদ্ধান্ত। রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরি।' অসমের মতো এই রাজ্যের চা বাগানগুলি যাতে বন্ধ রাখা হয় সেজন্য এদিন তিনি টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভাত বেজবড়ুয়াকে চিঠি লেখেন বলে তিনি জানান। তবে রাজুর চিঠির বিষয়ে তাঁদের কিছু জানা নেই বলে টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশনের সচিব এম কে মৈত্র জানিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের তিন শতাধিক বড় এবং ৩০ হাজার ক্ষুদ্র চা বাগানে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ রুখতে বাগানগুলি বন্ধ রাখতে ইউটিইউসির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি পাঠান। এনইউপিডব্লিউ-এর আলিপুরদুয়ারের সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নাল বলেন, 'বুধবার আমরা সাংগঠনিকভাবে মালিকদের কাছে বাগান বন্ধের দাবি জানাব।' জলপাইগুড়ির জেলা শাসক অভিষেক তিওয়ারি জানান, গোটা রাজ্যে লকডাউন মানে তাতে চা বাগান থাকবে বলেও বোঝায়। তবে এনিয়ে স্পষ্টভাবে কোনও নির্দেশিকা নেই। নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রবীর শীল বলেন, 'বাগান বন্ধের জন্য দু'দিন ধরে আমরা চিন্তাভাবনা করছিলাম। এদিন সরকারের তরফে নির্দেশিকা জারির পর আমরা বাগান বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একইসঙ্গে ফ্যাক্টরিগুলিও বন্ধ রাখা হবে।' আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি মিলে প্রায় ১৫৪টি চা বাগান রয়েছে। আড়াই লক্ষ স্থায়ী শ্রমিক রয়েছেন। অস্থায়ী, বিঘা ও অন্যান্য মিলিয়ে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ শ্রমিক রয়েছেন। চা বাগান বন্ধ করা হলে মজুরির দাবি নিয়ে মঙ্গলবার সমস্ত চা শ্রমিক সংগঠনের নেতারা জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের সঙ্গে আলোচনা করেন। চা বাগান তৃণমূল মজদুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তোবারক আলি বলেন, 'লকডাউন চলাকালীন মালিকপক্ষ বা সরকারপক্ষ থেকে শ্রমিকদের মজুরির ব্যবস্থা করা উচিত।' সংগঠনের নেতা নারায়ণ বিশ্বকর্মা, ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতা সন্তোষকুমার হাতি, প্রোগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তেজকুমার টোপ্পো, সিটু নেতা জিয়াউর আলম প্রমুখও একই দাবি জানান। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'র উত্তরবঙ্গের সচিব রামঅবতার শর্মা জানান, নিয়ম মেনে শ্রমিকদের কাজ করাতে প্রশাসন আমাদের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু বহু বাগানে শ্রমিকরা কাজে আসেননি। আশা করি, রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা নামে যে প্রকল্পের ঘোষণা করেছে তার সুবিধা চা শ্রমিকরাও পাবেন। ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ অফ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সঞ্জয় বাগচিও একই কথা জানান। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের সদস্যভুক্ত কয়েকটি চা বাগানে শ্রমিকরা কাজে আসেননি।' জলপাইগুড়ির জেলা শাসক বলেন, 'চা শ্রমিকরা রাজ্য সরকারের এককালীন এক হাজার টাকা সাহায্য পাবেন কি না সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা না আসা পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না।' এদিকে, করোনার প্রকোপ এড়াতে যতই সতর্কতার কথা বলা হোক না কেন এদিনও আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানার একাধিক চা বাগানে শ্রমিকদের ভিড় করে পাতা তুলতে দেখা গিয়েছে। নাংডালা ও রামঝোরা চা বাগানে শ্রমিকদের মুখে মাস্ক দেখা যায়নি। নাংডালা চা বাগানে সম্প্রতি ভিনরাজ্য থেকে প্রচুর বাসিন্দা ঘরে ফিরেছেন। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, ভিনরাজ্য ফেরত ওই শ্রমিকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতেও রাজি হচ্ছেন না। চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়নের সদস্য উত্তম সাহা বলেন, 'এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে চা বাগানগুলি পুরোপুরি লকডাউন করা উচিত।' বীরপাড়ার রামঝোরা চা বাগানেও মঙ্গলবার পাঁচ শতাধিক শ্রমিক কাজ করেছেন।

চাল ও আলু বিলি না করার অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ২৪ মার্চ : জলপাইগুড়ি শহরের সুনীতিবালা সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে চাল-আলু বিলি না করার অভিযোগ উঠল। ২১ থেকে ২৩ মার্চের মধ্যে প্রত্যেক পড়ুয়াকে ২ কেজি করে চাল ও আলু দেওয়ার জন্য সরকারি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই স্কুলের কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশ মানেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) মানবেন্দ্র ঘোষ বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, মাত্র তিনজন অভিভাবক চাল ও আলু নিতে এসেছিলেন। তাঁদের পরিমাণমতো সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। সুনীতিবালা সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১,২০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। চাল-আলু বিলি না করার অভিযোগ প্রসঙ্গে স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পারিষদ (পূর্ত) সন্দীপ মাহাতো বলেন, 'চাল ও আলু বণ্টন না হওয়ার বিষয়ে বিদ্যালয়ের টিআইসি সবিতা হাজারিকে প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু তিনি কোনও উত্তর দিতে পারেননি।' যদিও টিআইসি সবিতা হাজারি বলেন, 'অভিভাবকরা না আসায় আমরা আলু ও চাল বিলি করতে পারিনি। বাবু দাস, তন্ময় নাগ এবং বর্ণালি চক্রবর্তী নামে তিন অভিভাবক এসেছিলেন। তাঁদের আলু এবং চাল দেওয়া হয়েছে। লকডাউন থাকার ফলে মঙ্গলবার চাল এবং আলু বণ্টন করা যায়নি। স্কুলের একটি ঘরে ১০ কুইন্টাল চাল এবং ৫ কুইন্টাল আলু তালাবন্দি অবস্থায় রাখা আছে।' এ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র ঘোষ বলেন, 'ওই স্কুলে সকালে ক্লাস হয়। টিআইসি ফোনে জানিয়েছেন, সকালে অভিভাবকরা আসেননি। সময়মতো জানালে তাঁরা দুপুরে চাল এবং আলু বিলি করার পরিকল্পনা নিতেন। তাঁর লিখিত বক্তব্য জানার পর প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হবে।' অন্যদিকে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন, 'ওই স্কুলের পড়ুয়ারা চাল ও আলু না পাওয়ায় অভিভাবকরা অসন্তুষ্ট।'

করোনায় পদক্ষেপ

কোচবিহার, ২৪ মার্চ : করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর আরও সক্রিয় হচ্ছে। প্রয়োজনে তাঁরা যাতে দ্রুত পরিষেবা দিতে পারেন সেজন্য রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন হাসপাতালের কাছে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন আনন্দময়ী ধর্মশালায় এজন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার দিব্যেন্দু দাস সহ অন্যান্যরা মঙ্গলবার জায়গাটি পরিদর্শন করেন। এখানে ৩০ জনের মতো থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দূরবর্তী স্থান থেকে আসা চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এখানে অস্থায়ীভাবে থেকে পরিষেবা দিতে পারবেন। অন্যদিকে, জেলার হাসপাতালগুলিতে এন-৯৫ মাস্কের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ড ও ফিভার ক্লিনিকের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এন-৯৫ মাস্ক ব্যবহার করলেও অন্যদের সার্জিক্যাল মাস্ক দেওয়া হচ্ছে।

ঘরবন্দি ভারত

প্রথম পাতার পর

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার রাজ্যগুলির মুখ্যসচিবদের সঙ্গে আলোচনার পর কেন্দ্রের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ জারি করা হয়, লকডাউন নয়, প্রয়োজনে রাজ্যে রাজ্যে জারি হোক কার্ফিউ। বলবৎ হোক ১৪৪ ধারা। যে নিয়ম ভাঙবে, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, '২১ দিন লম্বা সময় ঠিকই। কিন্তু আপনার এবং আপনার পরিবারের সুরক্ষার জন্য এটা জরুরি। আমি মনে করি, প্রতিটি ভারতীয় এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় শুধু সফলই হবেন না, এই সংকটে বিজয়ী হবেন। কেন্দ্রের তরফে করোনা মোকাবিলায় ১৫০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাইকর্মী, পুলিশ, প্রশাসন, সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা যেভাবে ঝুঁকি নিয়েও করোনা মোকাবিলার কাজ করে যাচ্ছেন, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যগুলির জোগান অব্যাহত রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ করছে বলেও আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'জান হ্যায় তো জাহান হ্যায়। সবাই মিলে এই লড়াই আমরা জিতবই। আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।'

মাসে ১০০০ টাকা ভাতা

প্রথম পাতার পর

সারপ্রাইজ ভিজিটে চলে যান আরজি কর মেডিকেল কলেজ, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, এসএসকেএম, বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে।

রাজারহাট কোয়ারান্টিন সেন্টারে গিয়েও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশে থাকার বার্তা দিতে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন মাস্ক এবং স্যানিটাইজার। একেবারে সামনে থেকে পথে নেমে করোনা মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকা ইতিমধ্যে বিরোধীদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তাঁর এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন নেটিজেনরাও। যদিও সোমবার লকডাউনের প্রথম দিন গোটা রাজ্যেই প্রচুর মানুষকে অসচেতনতার প্রমাণ দিতে দেখা গিয়েছে। বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে অনেককেই রাস্তায় নামতে দেখা গিয়েছে। পুলিশকে কোথাও কোথাও ভিড় সামলাতে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ফের রাজ্যবাসীর উদ্দেশে আবেদন জানেন মমতা। তিনি বলেন, 'আমার মা, ভাই, বোনেরা, হাতজোড় করে বলছি, এই পরিস্থিতিতে সবাই সতর্ক থাকুন, ঘরে থাকুন। বাজারে গেলে সবাই একটু দূরে দূরে থাকুন। ভিড় করবেন না। একটু কষ্ট করতে হবে সবাইকে। দুর্যোগ হলে, দুর্ভোগ এলে ভয় না পেয়ে সবাই মিলে মোকাবিলা করব।'

সাংবাদিকদেরও সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সাংবাদিক বৈঠকে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকায়, তিনি উষ্মাপ্রকাশ করেন। এছাড়া সংবাদপত্র বণ্টনে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, সে ব্যাপারেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। সংবাদপত্র বিলির ক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন তিনি। একসঙ্গে ঢাউস করে রাস্তায় কাগজ ফেলে বিক্রি না করতে বলেন তিনি। গাড়িতে কাগজ নিয়ে গিয়ে গাড়ি থেকেই সরবরাহ করার পরামর্শ দেন তিনি এবং সংবাদপত্র বিলির এই কাজ সকাল সাতটার মধ্যে শেষ করে ফেলতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'খবরের কাগজ না থাকলে মানুষ সব জানবেই বা কী করে।'

'প্রচেষ্টা' প্রকল্পে ভাতা প্রদান ছাড়াও আগামী ৬ মাস সারা রাজ্যে বিনামূল্যে র‍্যাশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। এদিনও তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বর্তমান পরিস্থিতি জানিয়েছেন। এদিন ফের ওই চিঠিতে রাজ্যকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। রাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষমতার প্রক্ষিতে এফআরবিএমের সীমা তিন থেকে বাড়িয়ে পাঁচ শতাংশ করার আর্জি জানানো হয়েছে ওই চিঠিতে। এদিন মুখ্যসচিব ও স্বাস্থ্যসচিব সহ পদস্থ কর্তারা গোটা রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর মুখ্যমন্ত্রী লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যেহেতু গোটা রাজ্যই এখন লকডাউনের আওতায় আসছে, সেজন্য এদিন বিকেল থেকে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ সীমান্ত পুরোপুরি সিল করে দেওয়া হয়েছে। লকডাউন চলাকালীন বাণিজ্যিক, পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের থার্মাল স্ক্রিনিং করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিনের সারপ্রাইজ ভিজিটের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেও অভিযোগ উঠেছে, জেলাস্তরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এখনও বেহাল। সেখানে কার্যত করোনা চিকিৎসার কোনও বন্দোবস্ত নেই। সেক্ষেত্রে সংক্রমণ ছড়ালে গোটা রাজ্য চরম বিপদের মুখে পড়তে পারে বলে চিকিৎসকরাই আশঙ্কাপ্রকাশ করছেন। বিশিষ্ট চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরী বলেন, 'জেলাস্তরে পরিকাঠামো তৈরি করতে না পারলে সংক্রমণ ঠেকানো কঠিন হবে।' জেলায় কর্মরত চিকিৎসকদের ন্যূনতম প্রশিক্ষণ, তাঁদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি করার জন্যও দাবি জানিয়েছেন চিকিৎসকদের একাংশ। তাঁদের মতে, জেলা তো দূরের কথা, কলকাতাতেও সর্বত্র চিকিৎসকরা প্রয়োজন মতো মাস্ক পাচ্ছেন না। মঙ্গলবার অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী প্রচুর মাস্ক ও স্যানিটাইজার মেডিকেল কলেজগুলিতে দিয়ে এসেছেন।

সাংসদ কোটা থেকে সাহায্য

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো, ২৪ মার্চ : করোনা মোকাবিলায় এগিয়ে এলেন সাংসদরা। আলিপুরদুয়ার জেলাবাসীর পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বারলা। আলিপুরদুয়ার জেলার জন্য তিনি তাঁর সাংসদ কোটা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। ওই বরাদ্দে করোনা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় খাতে খরচ করার জন্য জেলা শাসকের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সাংসদ। করোনা ভাইরাস নিয়ে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। এই মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো আলিপুরদুয়ার জেলায়ও যথেষ্ট সতর্ক রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রীর অভাবে যাতে করোনা মোকাবিলায় কোনও ঘাটতি না থাকে সে কথা মাথায় রেখে ওই টাকা বরাদ্দ করেছেন সাংসদ। কোচবিহার জেলায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা শাসককে ৫০ লক্ষ টাকা দিলেন কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামানিক। মঙ্গলবার তাঁর এমপি ল্যাডের টাকা থেকে ওই টাকা জেলা শাসককে দিয়েছেন।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এদিন তাঁর সাংসদ কোটা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। জেলা শাসকের কাছে ওই বরাদ্দ পাঠিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, করোনা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে ওই টাকা ব্যবহার করা হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের চিঠি

প্রথম পাতার পর

এদিকে, ভিনরাজ্যে কর্মরত বাসিন্দারা জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, করোনা আতঙ্কে বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ৩,৬৯২ জন বাড়ি ফিরেছেন। ওই বাসিন্দাদের হোম কোয়ারান্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই বাসিন্দাদের দেহে ভাইরাসের কোনও উপসর্গ পাওয়া গেলে তাঁদের আইসোলেশনে পাঠানো হবে। কিন্তু অভিযোগ, ভিনরাজ্য থেকে আসা অনেকেই নির্দেশিকা উপেক্ষা করে নানা এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হোম কোয়ারান্টিনে থাকতে বলা সত্ত্বেও যাঁরা থাকছেন না, তাঁদের ফোর্সড কোয়ারান্টিনে পাঠানো হবে বলে জেলার সব বিডিওকে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। জেলা শাসক অভিষেক তেওয়ারি বলেন, 'যে বাসিন্দারা বাইরে থেকে এসেছেন, পুলিশের কাছে তাঁদের নামের তালিকা রয়েছে। ওই বাসিন্দারা হোম কোয়ারান্টিনে থাকছেন কি না সেদিকে পুলিশ নজর রাখছে। যদি কেউ নির্দেশ অমান্য করেন তাহলে তাঁকে জোর করে সরকারি কোয়ারান্টিন সেন্টারে পাঠানো হবে।'